REG. N…

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত।

১০ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৯ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৩০ ইংরাজী 25th July 1923. | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া স্বয়ং আসিয়া বা করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন:—

আমাদের দোকানে চাঁদি, সোনা, গিনি মোহর এবং সকলপ্রকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ … থাকে। কোন অলঙ্কার প্রস্তুত … দিলে আমরা নির্দ্দিষ্ট দিনে … মফঃস্বলে ভিঃ, পিঃ, তে … হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীবিভূতিভূষণ দে এণ্ড …

… সাহেব বাজার …

ডাঃ এন …

… (স …

হিলিংবাম

গত ২১ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমণ করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এম, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এল,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷৷০
" " ছোট শিশি ১৷০

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্তদোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত নাদি ক্ষালি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

- স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে
কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চিন্তাশীলের সহায়

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-…
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজন

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

রমণী-রক্ষায় অশোকারিষ্টের মত শ্রেষ্ঠ ঔষধ নাই।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহার্ঘরিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকারীশক্তি অসীম। অনেক নষ্টক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী বন্ধ্যত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৵০ দশ আনা।

হতাশের আশার কথা——বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা এক আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

...মোহান্তের দেহান্ত।

—:০:—

জঙ্গিপুর মহকুমার স্নতী থানার এলাকায় হিলোড়া গ্রামে শ্যামসুন্দর (শ্যামচাঁদ) নামে এক সম্পত্তিশালী বিগ্রহ আছেন। অকৃতদার ফলমূলাহারী সংযমী পুরুষই এই বিগ্রহের সেবাইত বা মোহান্ত হইবার কথা। রসিক লাল শর্ম্মা মোহান্ত ইহার সেবাইত বা মোহান্তের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অকৃতদার হইয়াও তিনি জনৈক রক্ষিতা রাখিয়াছিলেন। সেই স্ত্রীলোকটার গর্ভে রসিক লালের ঔরসে দুই তিনটী সন্তানও জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যাহার ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী হওয়ার কথা, ঠাকুরের প্রভূত অর্থের মালিক হইয়া তিনি ভোগ বিলাস অনাচার কদাচারের ত্রুটী করেন নাই। ইঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কয়েকটি মোহান্তেরও এইরূপ দুর্ণাম শোনা যায়। গত রবিবার রাত্রিকালে রসিকলাল মোহান্ত তাঁহার রক্ষিতার ঘরের বারান্দায় নিদ্রিত ছিলেন। নিকটে সেই স্ত্রীলোকটী ও তাহার শিশু সন্তানগুলিও শয়ন করিয়াছিল। রাত্রিকালে কে বা কাহারা সেই বাটীতে প্রবেশ করিয়া রসিকলালের গলদেশে অস্ত্রাঘাত করিয়া তাঁহার মোহান্তলীলার অবসান করিয়াছে। হত্যাকারীর কোনও সন্ধান হয় নাই। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। সুযোগ্য মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এই সংবাদ পাইবামাত্র তৎপরতার সহিত হিলোড়া গ্রামে গিয়া বিগ্রহের ধন সম্পত্তি প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন।

ভগ্নীর দুঃখে ভ্রাতার আত্মহত্যা।

—:০:—

গত ৩রা জুলাই বহরমপুর কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নামক ২১ বৎসর বয়স্ক যুবক আফিং খাইয়া ভবলীলা শেষ করিয়াছে। উহার এক গুণবতী পরমাসুন্দরী ভগ্নী আছে। দারিদ্র্যবশতঃ উপযুক্ত পাত্রের সহিত উহার বিবাহ দিতে পারে নাই। যুবকের বাক্সের মধ্যে একখানা পত্র পাওয়া যায়, তাহাতে লেখা ছিল—"গুণবতী ভগ্নীকে ৬৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের হস্তে সমর্পণ করায় এই জীবন দুর্ব্বহ হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং আত্মহত্যা করাই সমীচীন বলিয়া মনে করি।" এই যুবকের বাড়ী বীরভুম জিলায়। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ১০৲ বৃত্তি পাইয়া বহরমপুর কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিল।

রথযাত্রা।

—:০:—

...ন্নাথ ঠাকুর মহা মুস্কিলে পড়ে ...প্রেস পাঁজিওয়ালা বলে- ...ষাঢ় রবিবার রথে টান লাগাও ... জোর গলায় বলেছিল ৩১শে আষ... সোমবার। দুই মতে দুদিন হ'য়ে টান লেগেছিল। টানাটানিতে ঠাকুরের প্রাণ টিকেছে ত? অনেক চাকুরে বাবু যাঁরা রথের ছুটীর প্রত্যাশা রাখেন, তাঁরা কিন্তু বাগচি কোম্পানির দলে মিশেছিলেন, কেননা রবিবারের সঙ্গে সোমবার দুদিন ছুটী—দেশে গিয়ে বাবুদের রথ দেখাও হ'য়েছে, কলা বেচাও চ'লেছে।

পরীক্ষার্থী ও পাশ।

—:০:—

এবার সর্ব্বসমেত ১৮৭৬৮ জন ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছিল। উহার মধ্যে ১৩৮৪৯ জন ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রথম বিভাগে ৭৫৮৪, দ্বিতীয় বিভাগে ৫১৮৪ ও তৃতীয় বিভাগে ১০৮১ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। ৩২০৩ জন ছাত্র আই, এ, পরীক্ষা দিয়াছিল। উহার মধ্যে প্রথম বিভাগে ৬৫৬ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৯২৭ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ৩২৬ জন অর্থাৎ একুনে ১৯০৯ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। আই, এস, সি তে ২৬৭৩ জন পরীক্ষা দিয়াছিল তাহার মধ্যে ১১০৭ জন প্রথম বিভাগে, ৬৮১ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ১৩৬ জন তৃতীয় বিভাগে, সর্ব্বসমেত ১৯২৪ জন আই, এস, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বি, এস, সি, পরীক্ষায় সর্ব্বসমেত ৬৪৯ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর অনার্সে ২১ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৭৬ জন এবং বিশেষ বিভাগে ১৪৪ জন এবং সাধারণ বিভাগে ২৩৮ জন, সর্ব্বসমেত ৪৭৯ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। শতকরা হিসাবে বি, এস, সি, পরীক্ষায় প্রায় শতকরা ৭৫ জন, ম্যাট্রিকুলেশনে প্রায় ৭৪ জন, আই, এস, সিতে প্রায় ৭৩ জন এবং আই, এতে প্রায় ৬৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

পাকস্থলীতে নানা ধাতু দ্রব্য।

—:০:—

'ব্রিটিষ মেডিক্যাল জর্ণালে' ডাক্তার এ, জি, ব্রাও একটি অদ্ভুত রোগীণীর বিবরণ দিয়াছেন। এই রোগীণী সময় সময় খেয়াল বশতঃ লোহার এবং অন্যান্য ধাতুনির্ম্মিত জিনিষ খাইয়া ফেলিত। তবে লোহার চাবীই তাহার প্রিয় খাদ্য ছিল। তাহার পাকস্থলী হইতে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি বাহির করা হইয়াছে—১৭টা লোহার চাবী; সবচেয়ে যেটা লম্বা সেটা দৈর্ঘ্যে ৩৫ ইঞ্চ। ২টা মুদ্রা; ১টার সঙ্গে ১টা আংটা লাগান ছিল। ৩টা সেফটি পিন, ১টা বোতাম, ১টা ইঞ্জিনিয়ারদের ব্যবহৃত স্পিলিট পিন ও ১টা পেন্সিল ধার করিবার যন্ত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রেস কমিউনিক।

—:০:—

চরমাইনারের ডাকাতি।

পুলিশের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ।

ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, ১৭ই মে হইতে ৬ই জুন পর্য্যন্ত ডাকাতির পরবর্ত্তী এই কুড়ি দিনের মধ্যে ছয় দিন কাল, চারিজন গেজেটভুক্ত কর্ম্মচারীদের এক বা একাধিক জন গ্রামে উপস্থিত ছিলেন, এবং ইঁহাদের কাহারও নিকট কোন প্রকার অত্যাচারের কোন অভিযোগ করা হয় নাই। জেলে যে কয়েদীদিগের জবানবন্দী লওয়া হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কয়েকজন বলিয়াছিল যে, খানাতল্লাসীর সময়, তাহাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে ধাক্কা দেওয়া হইয়াছিল, চড় মারা হইয়াছিল, অথবা তাহাদের সঙ্গে অভদ্র ভাষায় কথা কহা হইয়াছিল, কিন্তু কোন স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচারের কথা তাহাদের কেহই জানিত না। ১৩ই জুন তারিখে শিবচরে এক সভা হইয়াছিল এবং মাদারিপুরের ডেপুটী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রিপোর্ট করিয়াছিলেন যে, মাদারিপুরে নিম্নলিখিত গল্পগুলি প্রচার করা হইয়াছে :—

১। ৬৩ জন স্ত্রীলোকের উপর বলাৎকার করা হইয়াছে।

২। একজন গর্ভবতী স্ত্রীলোক এরূপ গুরুতর আঘাত পাইয়াছিল যে তাহার নড়িবার শক্তি ছিল না।

৩। একজন স্ত্রীলোকের স্তনের বোঁটা কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলা হইয়াছিল।

৪। গাইজুদ্দিন নামক এক ব্যক্তিকে গুরুতর প্রহার করা হইয়াছিল; তাহার ফলে তাহার মৃত্যু হয়।

৫। গাইজুদ্দিনের স্ত্রী ও ভাই নালিশ করিবার জন্য ফরিদপুর যাত্রা করিয়াছিল, কিন্তু সদরপুরের পুলিশ তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিয়াছিল।

৬। গাইজুদ্দিনের স্ত্রী ও অপর একজন আত্মীয়কে গাইজুদ্দিনের মৃতদেহ গুয়াতলায় লইয়া গিয়া সেখানে কবর দিতে বাধ্য করা হইয়াছিল।

আরও রিপোর্ট করা হইয়াছিল যে অত্যাচারের অভিযোগ করিয়া কলিকাতার সংবাদপত্রে ও ভিন্ন ভিন্ন কংগ্রেস অফিসে তারের খবর পাঠান হইয়াছে। জুন মাসের ১৫ই তারিখে এই সংবাদ ফরিদপুরের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে পৌঁছে। পরের দিন মাদারিপুরের কয়েকজন লোক ফরিদপুরে একটী সভা করিবার আয়োজন করে এবং এই সকল গুজব ফরিদপুরে ছড়াইয়া পড়ে। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট তখন ঐ সভার অন্যতম উদ্যোক্তা মাদারিপুরের বাবু বামন দাস চক্রবর্ত্তীকে ডাকাইয়া পাঠান এবং যাহাতে তিনি অবিলম্বে অনুসন্ধান করিতে পারেন তজ্জন্য, বামন দাস বাবুর এ সম্বন্ধে যে সকল খবর জানা আছে তাহা তাঁহাকে বলিবার জন্য অনুরোধ করেন। বাবু বামন দাস চক্রবর্ত্তী ১৬ই জুন তারিখে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত দেখা করিতে যান। তিনি বলেন যে, তিনি এ সম্বন্ধে নিজে কোন খবরই দিতে পারিবেন না; তবে বাবু প্রতাপ চন্দ্র গুহ রায় ও বাবু শুভেন্দ্র মোহন বসু চর মানাইরে গিয়াছিলেন এবং তাহারা এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ দিতে পারেন। যাহারা চর মানাইরে গিয়াছিল এবং যাহাদের কাছে লিখিত বর্ণনাপত্রসমূহ ছিল, পরদিন তাহাদিগকে জেলা- ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া আসিবেন বলিয়া তিনি অঙ্গীকার করেন। ১৭ই তারিখে সকালবেলা, বাবু বামন দাস চক্রবর্ত্তী বাবু ভবতোষ বসুকে সঙ্গে লইয়া আসেন। ভবতোষ বাবু উকিল ছিলেন কিন্তু ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়াছেন। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলা হয় যে, সকাল পাঁচটার সময়ে বাবু শুভেন্দ্র মোহন বসু ফরিদপুর হইতে চলিয়া গিয়াছেন; বাবু প্রতাপ চন্দ্র গুহ রায় ফরিদপুরেই আছেন এবং যে সকল বর্ণনাপত্র গ্রামেই লিখিয়া লওয়া হইয়াছিল তৎসমুদয়ও তাঁহার কাছেই আছে, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত দেখা করিতে বা কোনও বিশেষ বিবরণ প্রদান করিতে তিনি গররাজী হইয়াছেন। গ্রামে যাইয়া নিজে ঘটনা নির্ণয় করিবার জন্য জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে এরূপ আভাষও দেওয়া হইয়াছিল যে, গ্রামবাসীদের উপর যে দুর্ব্ব্যবহার করা হইয়াছে তাহারা হয়ত তাঁহাকে সে সম্বন্ধে কিছু না বলিতেও পারে। বাবু বামন দাস চক্রবর্ত্তী ও বাবু ভবতোষ বসুর নিকট হইতে শুনিয়া জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ঠিক করেন যে নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি উপস্থিত করা হইয়াছিল।

১। প্রায় ১৫০ জন স্ত্রীলোকের উপর উৎপীড়ন বা বলাৎকার করা হইয়াছিল, স্ত্রীলোকেরা বলাৎকারের অভিযোগ করিয়াছে এ কথা তাঁহারা অস্বীকার করিয়া বলেন যে, হাত ধরিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, স্ত্রীলোকেরা এই কথা বলিয়াছে কিন্তু তার পরে কি ঘটিয়াছিল তাহা বলিতে স্ত্রীলোকেরা অস্বীকার করিয়াছিল। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের সংবাদদাতাগণ বলেন যে ইহা হইতে লোকে নিজ নিজ মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত করিতে পারেন।

২। প্রধানতঃ ১৮ই মে ও ৫ই জুন তারিখে এই সকল

অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এরূপ বলা হয়।

৩। একজন স্ত্রীলোকের উপরে ৮ বার বলাৎকার করা হইয়াছিল। তাহার নাম ও বিশেষ বিবরণ দিতে অস্বীকার করা হইয়াছিল।

৪। একটী বালিকার স্তনের বোঁটা কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ দিতে অস্বীকার করা হইয়াছিল।

৫। একটী গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গাল কামড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার বিশেষ বিবরণ দিতে অস্বীকার করা হইয়াছিল।

৬। একজন পুরুষের উপরে এমন অত্যাচার করা হয় যে তাহাতেই সে মারা যায়। বিশেষ বিবরণ দিতে অস্বীকার করা হইয়াছিল।

ক্রমশঃ

বিজ্ঞাপন।

—:০:—

আমার বর্ত্তমান পুত্রগণের মধ্যে তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ কামিনী কুমার দাস গত ৩।৪ বৎসর হইতে আমার ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়ের অবাধ্য হইয়া দেশে দেশে পলাইয়া বেড়াইতেছে। জন্মাবধি তাহার মস্তিষ্কের দোষ দেখা যায়, সম্প্রতি কয়েক মাস হইতে তাহার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়াছে। আমার স্বর্গীয় স্বামী ৺হরিহর দাস মহাশয় মৃত্যুকালে তাঁহার পরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তির যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন তদনুসারে আমি দুঃখের সহিত জনসাধারণকে জানাইতেছি যে উক্ত কামিনী কুমার দাস নিজের খামখেয়ালি বশতঃ অথবা কোনও কু লোকের সহায়তায় তাহার পিতৃ পরিত্যক্ত স্বনামী বা বেনামী কোনও স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দান বিক্রয় হেবা হস্তান্তর বা দায়যুক্ত করণ ও খাজানাদি আদায় প্রভৃতি কোনও কার্য্য করিলে তাহা আমার স্বামীর উক্ত বন্দোবস্ত অনুসারে আইনতঃ অসিদ্ধ ও অগ্রাহ্য হইবে, তাহাতে আমি বা আমার অপর পুত্রগণ কোনও রূপে বাধ্য হইব না ও হইবে না; আরও জানান যায় যে আমার স্বামীর উক্ত বন্দোবস্ত অনুসারে বর্ত্তমানে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ প্রসন্ন কুমার দাস তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এবং তাঁহার নাবালক পুত্রগণের কালেক্টারি জানিত ভারপ্রাপ্ত অলি। ইতি

শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী।
সাং উমরপুর-নপাড়া ডিঃ সমসেরগঞ্জ।
বঃ তস্যা সহোদর—শ্রীশশি ভূষণ সিংহ।
গোমস্তা

আমমোক্তারনামা খারিজ।

আমি শ্রীগিরীন্দ্রবালা দেবী সাং বাড়ালা জেলা মুর্শিদাবাদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় পিতা ৺দুর্গাকান্ত চট্টোপাধ্যায় আমার দেবরকে যে আমমোক্তারনামা দিয়াছিলাম। তিনি আমার হিতকর কোন কার্য্যাদি না করায় আমি অদ্যকার তারিখ হইতে তাঁহাকে আমমোক্তার হইতে খারিজ করিলাম অতঃপর তাঁহার কোন কৃত কার্য্যে আমি বাধ্য থাকিব না। ২৫শে আষাঢ় ১৩৩০ সাল।

শ্রীগিরীন্দ্রবালা দেবী।

ডাঃ কিশোরীমোহন সিংহ এম, বি,

চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ

—:০:—

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও দ্বারভাঙ্গা সরকারি হাসপাতালের ভূতপূর্ব্ব লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক।

সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ চিকিৎসা

ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমার ব্যবস্থা ও ব্যবস্থানুযায়ী প্রকৃত চশমা সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন।

যাবতীয় দুর্ব্বোধ ও দুরারোগ্য ব্যাধিঃ

রক্ত কফ প্রস্রাবাদি পরীক্ষা করিয়া

রোগ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভ্যাক্সিন ও এণ্টিটক্সিন আদি ইন্‌জেক্‌সন ও ঔষধ প্রয়োগ করতঃ আরাম করেন।

চিকিৎসার্থী মফঃস্বলবাসীগণ—

কলিকাতা মহানগরীতে উপস্থিত হইয়া সুচিকিৎসকের সন্ধান করিতে বিশেষ বেগ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের অসুবিধা দূরীকরণের বিজ্ঞাপন এই দেওয়া হইল।

রোগী দেখা ও পরামর্শের সময় ও স্থান :—

প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত—নিজ বাসাবাটী ৫০।৩ হরিশ মুখার্জ্জির রোড ভবানিপুর, কলিকাতা।

বৈকালে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত—মেডিকেল বোরো ১৯৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

* * *

হায়েদ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, বরদা, গোয়ালিয়ার, ইন্দোর,
কাশ্মীর, যোধপুর, ভরতপুর, কাশী,
গোয়ালিয়ার, কোলাপুর,
বলরামপুর,
ইত্যাদি প্রদেশের

—নৃপকুলবৃন্দ পৃষ্ঠপোষিত—

সাধারণ দুরারোগ্য রোগের কতিপয় পরীক্ষিত মহৌষধ।

অমৃতাদি কষায়	সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বরের পাচন। এক শিশি ১৲; ডাকে ১৸৵০ আনা।
কাঞ্চন ঘৃত	সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। এক পোয়া ৫৲ টাকা; ডাকে ৫৸৵০ আনা। অর্দ্ধ পোয়া ২৷৷০ টাকা; ডাকে ৩/০ আনা।
কনকাষ্টক	ক্রিমি রোগের অমোঘ মহৌষধ। এক কৌটা ১৲ টাকা; ডাকে ১৷০ আনা।
কর্পূরাসব	প্রবল উদরাময় ও ওলাওঠার মহৌষধ। এক শিশি ৷৷০ আট আনা; ডাকে ৸৵০ আনা।
কুটজাসব	রক্তামাশয় ও তদসংক্রান্ত জ্বর, শোথ, অরুচি, উদরে বেদনা ইত্যাদি প্রশমিত হয়। এক শিশি ২৲ টাকা; ডাকে ২৸৵০
ক্ষতান্তক তৈল	দুষ্টক্ষত, নালী ঘা, কাণে পূয, নাম্নাঙ্গা ঘা, বালকদিগের খোস পাঁচড়া, ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের আশু ফলপ্রদ ঔষধ; এক শিশি ১৲ টাকা; ডাকে ১৷৵০।
ক্ষুধাবতী	অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, প্রভৃতি উপদ্রবের মহৌষধ। এক শিশি ১৲ টাকা; ডাকে ১৷৵০ আনা।
দশনকান্তি চূর্ণ	দাঁতের গোড়া ফোলা ব্যথা হওয়া, দন্তবেষ্টের রক্ত ও পূযাদি স্রাব বন্ধ করিতে অদ্বিতীয়। এক কৌটা ৷৷০ আনা; ডাকে ৸৵০

নিবেদন — অর্ডার পাঠাইবার সময় স্বীয় নাম ও ঠিকানা খুব স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

"য়্যাড্ ইট্"

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

তারের ঠিকানা: "ফিজীশিয়ান" টেলিফোন নং: ২৭১৫ কলি:

২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

...ত্তক বটীকা।

...থ্য যাবতীয় প্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। ...হা জ্বরে ... জ্বরে সেবন করা চলে। মূল্য ৪০ বটিকার কৌটার ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিসূচিকা বটীকা।

ইহা কলেরা বা ওলাউঠা রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি যাবতীয় পাকস্থলীর পীড়ারও একটী আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ। মূল্য ৩০ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা মাত্র।

মনি তৈল।

সাজ সজ্জার প্রধান অঙ্গীয় ও বিলাসের শ্রেষ্ঠ দ্রব্য। কেশে মর্দ্দন করিলে কেশ সুচিক্কণ ও কোমল হয়। মুখের ব্রণ ও মেচেতা ইন্দ্রজালের ন্যায় নিঃশেষ করে। মস্তিষ্কের উপর ইহার শৈত্যগুণ বর্ণনাতীত।

মূল্য ৫ তোলার ১ শিশি ১৲।

চন্দ্রপ্রভা বটিকা।

ইহা সেবনে নূতন পুরাতন মেহ, মূত্র কৃচ্ছ, কোষবৃদ্ধি, অর্শ, শ্বেত ও রক্ত প্রদর এবং সূতিকা রোগ দূর হয়। ১৬ ষোল বটিকা পূর্ণ এক কৌটার মূল্য কেবলমাত্র ১৲ এক টাকা।

কবিরাজ—

মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

এই পত্রিকার নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

ইলেকট্রিক সলিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১৷০ দেড় টাকা।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অনুরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, পুরাকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷৷০ আট আনা, মাশুলাদি ।৶০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেুটিবাজার, কলিকাতা।

১নং। **দামোদর সুধা।**ঃ— মূল্য ৷৶০

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

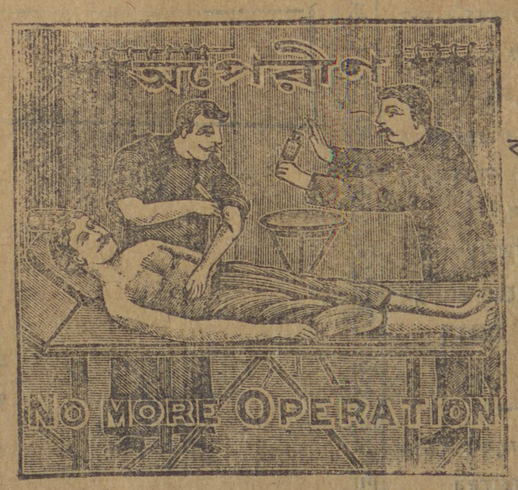

২নং বিনা অস্ত্রে আরোগ্য **অপেরীণ।**ঃ—

বাগী, ফোঁড়া, ঠুন্‌কা, উরুস্তম্ভ, শীত্‌লী ব্রণ, কাকবিড়ালী, পৃষ্ঠব্রণ এমন কি আব (Tumour) প্রভৃতি প্রথম অবস্থায় বাহ্য প্রয়োগে বসিয়া যাইবে, এবং বিলম্বে লাগাইলে আপনি ফাটিয়া যায়।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৷৷০ আনা।

৩নং। **স্পিরিট ক্যাম্ফর**ঃ—ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৵০ আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲।

৪নং। **একজিন**ঃ—একজিমা বা কাউরের একমাত্র মলম। মূল্য ৷৷০ আনা।

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ, কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।